ধরদা'র

জুনিয়র জোক্স

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

টিচার : দিনটা ভালোভাবে শুরু করতে হলে প্রথমে কী করতে হবে?

গোপাল : দিনটা ভালোভাবে শুরু করতে হলে প্রথমে ঘুম থেকে উঠতে হবে স্যার।

* * *

প্রথম বন্ধু : আমার দাদু ষাট বছর বয়সে মারা গেছেন।

দ্বিতীয় বন্ধু : তোর দাদু কীভাবে মারা গেলেন?

প্রথম বন্ধু : জ্বর হয়েছিল। টানা একমাস হাসপাতালে ভরতি থাকার পর বাড়িতে আনা হল। আবার জ্বর এল। আবার হাসাপাতালে ভরতি, একমাস পর আবার বাড়ি, বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর অবস্থা আরও খারাপ হল, তারপর হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই মারা গেলেন।

দ্বিতীয় বন্ধু : আমার দাদু সত্তর বছর বয়সে মারা গেছেন।

প্রথম বন্ধু : কীভাবে?

দ্বিতীয় বন্ধু : শুয়ে শুয়ে।

* * *

একটি বাচ্চা মেয়ে মায়ের সঙ্গে মামা বাড়ি গেছে, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মামা তার ছোট্ট মেয়েকে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছিল। মামার গান শুনে বাচ্চা মেয়েটি মাকে বলে, 'মা আমি যদি বুনু হতাম তাহলে চোখ বুজে এমন ভাব দেখাতাম যে, মামা ভাবত, আমি বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছি।'

* * *

টিচার : বলতো, শীতকালে পরিযায়ী পাখিরা আমাদের দেশে উড়ে আসে কেন?

গোপাল : ওদের পক্ষে এতদূর থেকে হেঁটে আসা সম্ভব না, তাই।

* * *

একটি বাচ্চা ছেলে বাঁ হাতে ব্যথা পেয়ে ডাক্তারকে বলে, 'ডাক্তারকাকু, আমার বাঁ হাতে শুধু ওষুধ লাগিয়ে দিন আর ব্যান্ডেজটা ডান হাতে করে দিন, কারণ বন্ধুরা শুধু ব্যান্ডেজ লাগানো হাতেই আক্রমণ করবে।'

* * *

একটি ছেলে লেকের জলে ডুবে যাচ্ছিল। তাই দেখে একজন ভদ্রলোক দৌড়ে গিয়ে ওকে জল থেকে তুলে আনে। ছেলেটি ভদ্রলোককে বলে, 'থ্যাঙ্কু কাকু। ডুবে গেলে বাবা আমাকে মেরে পিঠের চামড়া তুলে দিত।'

* * *

স্কুল থেকে ফেরার পথে তিন বন্ধু মিলে এক জায়গায় ফুচকা খাচ্ছে। ফুচকা খাবার পর এক বন্ধু পয়সা দিতে গেলে, অন্য দু'জন আপত্তি করে। প্রত্যেকেই চায়, সে-ই পয়সা দেবে। ব্যাপারটা দেখে ফুচকাওয়ালা বেশ মজা পাচ্ছিল। ওদের একজন ফুচকাওয়ালাকে বলে, 'কাকু, তুমি একটা কাজ করো, তুমি ওয়ান-টু-থ্রি বলো। আমরা দৌড়ে গিয়ে ওই চার নম্বর পোস্টটা ছুঁয়ে যে আগে ফিরে আসব, পয়সা সেই দেবে।' ওদের কথা শুনে ফুচকাওয়ালা বলে 'ঠিক আছে, ওয়ান-টু-থ্রি।' ওরা তিনজন সেই যে দৌড় লাগাল আর ফিরে এল না।

* * *

বাবা ছেলের রিপোর্ট কার্ড দেখে বলল, 'তোমার রিপোর্টকার্ড দেখে আমি মোটেই খুশি হতে পারলাম না।' বাবার কথা শুনে ছেলে বলে, 'আমি স্যারকে বলেছিলাম, স্যার, এটা দেবেন না, বাবা এটা দেখে খুশি হবে না। প্লিজ স্যার। কিন্তু বাবা, স্যার কিছুতেই আমার কথা শুনলেন না। জোর করে দিয়ে দিলেন।

* * *

মা বাবা দুজনেই অসুস্থ। ছেলে স্কুল যাবার সময়, বাবা ছেলেকে বলল, 'আমাদের অসুখের কথা স্যারকে বলে ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে আসবি। ছেলে বাড়ি ফিরতেই বাবা বলল, 'স্যারকে কী বলেছিস?' বাবার কথা শুনে ছেলে বলে, 'মায়ের অসুখের কথা বলতেই স্যার ছুটি দিয়ে দিলেন। তোমার কথাটা বলার দরকারই হয়নি, আমি ভাবলাম, তোমার অসুখের ব্যাপারটা অন্য কোনোদিন কাজে লাগাব, ঠিক করিনি বাবা?'

* * *

টিচার : বৃষ্টি পড়িতেছে, এটা ইংরেজিতে কী হবে?

স্টুডেন্ট : ইট ইজ রেইনিং স্যার।

টিচার : মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, এটা কী হবে?

স্টুডেন্ট : ইট ইজ রেইনিং ক্যাটস্ এন্ড ডগস্ স্যার।

টিচার : ওকে, যদি আরও জোড়ে বৃষ্টি পড়ে তাহলে তাকে ইংরেজিতে কী বলব?

স্টুডেন্ট : (একটু ভেবে নিয়ে) ইট ইজ রেইনিং লায়নস্ এন্ড টাইগারস স্যার।

* * *

ছোট্ট মেয়ে কিছুক্ষণ চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বাবাকে বলে, 'বাবা, চাঁদে ভগবান আছন?' উত্তরে বাবা বলে, 'হ্যাঁ মা, ভগবান সব জায়গাতেই আছেন।' মেয়ে আবার বলে, 'বাবা, আমার পেটেও ভগবান আছেন?' 'হ্যাঁ, আছেন' বাবা বলে, 'তুমি এসব কথা জিগ্যেস করছ কেন?' মেয়ে বলে, 'বাবা, আমার মনে হয় ভগবানের আইসক্রিম খাবার খুব ইচ্ছে হয়েছে।'

* * *

পুজোর ভিড়ে একটি বাচ্চা ছেলে, মায়ের কাছ থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে